

মুজিব রাস

সূত্রিকা: বাংলাদেশ ও বঙ্গোবস্তু অঙ্গিত মণ্ডা । দীর্ঘকালের
আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার
মহানায়ক মর্ষকালের মর্ষকোন্ডে বাঙালি জাতির দিতা বঙ্গোবস্তু
কোন্ডা স্মৃতিরূপে বহমান । আপোমহীন নেতৃত্ব, দৃঢ় মনোবল আর
জাগের মধ্য দিয়ে তিনি হযে ওঠেন বাঙালির স্বাধীনকার
আন্দোলনের প্রধান নেতা । প্রতিটি বাঙালির কাছে তিনি দাঁচে
দিয়েছেন ঙ্কিকাল জাঙার গান, স্মৃতির মূলমন্ত্র । গভীর দেঙা-
ভেঙা, মীমাহীন আত্মজাগ আর অতুলনীয় নেতৃত্ব দিয়ে
বহুদিবের কোষণ-কাজ্জল ডেঙে অর্জিত স্বাধীনতার অন্য
বাঙালি জাতি চিরঞ্জনী তার মহানায়কের কাছে ।

স্মৃতির বর্ষ কি: স্মৃতির বর্ষ হল জাতির জনক বঙ্গোবস্তু
কোন্ডা স্মৃতিরূপে বহমান এর জন্মকাতবার্ষিক পালনের অন্য
জোমিত বর্ষ । যার মনয়কাল ২৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৫ ডিসেম্বর
২০২২ ইং পর্যন্ত ।

স্মৃতির বর্ষের ঞ্গগননা: এ উদ্দেশ্যে মবার অন্য ঙ্গস্কৃত
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ^{স্থানে} ~~কয়েকটি~~ 'জাতবর্ষের অঙ্গিকা' কীরক
আয়োজনের ঙ্কিকল্পনা করা হয় যার অংকা হিয়েবে ছিল
একটি করে ঞ্গগননার ডিজিটাল ঘাটি স্থাপন, একটি এমসেটি
প্রিনে বঙ্গোবস্তুর জীবনী ও ইতিহাস সম্ভারিত বিচিত্র
অডিও - ডিজুয়াল ঙ্কাবেশানা ।

স্বাধীন বাংলাদেশে যেদিন বঙ্গোবস্তু অবতরণ করেছিলেন
সেদিন এক অতুলপূর্ণ দৃক্য অবলোকন করেছিল বাঙালি
জাতি । চতুর্দিকে উল্লাস আর আনন্দ উৎসুল্ল জনতার
সম্মুদ্র । জয় বাংলা, জয় বঙ্গোবস্তু স্লোগানে মুগ্ধ বাঙালি
জাতি স্মৃতিদাতাকে বরণ করেছিল মাদম্বরে । এই

অবিচ্ছেদ্য দিগ্গতি (১০ জানুয়ারি ২০২১) বেচে নেয়া হয়
'মুক্তির বর্ষ' ঋনগণনার উদ্বোধনী দিন হিসেবে আর স্থান
হিসেবে তৎক্ষণাত পুরাতন বিমান বন্দর যেখানে বঙ্গবন্ধু
তার স্বাধীন দেশে প্রথম অবতরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক
এই স্থান থেকে ঋনগণনা উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা
দেবীপ্রিয় ঞাধ্য হামিরা। একই সাথে বাংলাদেশের সকল
সিটি কর্পোরেশন, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও মহানগর
অঞ্চলে শুরু হয় মুক্তির বর্ষের ঋনগণনা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ঞাধ্য মুক্তির বর্ষে বহমান এর
১০০তম বার্ষিক উদযাপন জাতীয় বায়ুসায়ন কমিটির
সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই ঋনগণনা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব
পালন করে মহানগর বাহিনী বিভাগ। বাংলাদেশের সকল
সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ও জেলা-উপজেলায় ঋনগণনা
যত্র স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় করেছে যথাক্রমে
জাতীয় সরকার বিভাগ ও জনসংযোগ মন্ত্রণালয়।

মুক্তির বর্ষের সময়কাল: ঋনগণনা ঞাধ্য সবশেষে
আলোকসন্ধ্যাত শুরু হয় মুক্তির বর্ষ। বঙ্গবন্ধু দেশ-বিদেশ
সফরস্বরে জাতির পিতার ১০০তম বার্ষিক উদযাপনের লক্ষ্যে
১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে
'মুক্তির বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মুক্তির বর্ষ উদযাপনের
লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীসমূহ কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির
কারনে নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে পালন ও সমন্বয় করা
সম্ভব হচ্ছে না। সে কারনে বঙ্গবন্ধু কন্যা ঞাধ্য
হামিরা মুক্তির বর্ষের সময়কাল ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৬
ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত রহস্যভাবে নির্ধারণ করেন।

মুজিব বর্ষের লোগো: মুজিব বর্ষ স্মরণার্থে উদ্বোধনের দিনেই লোগো উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। লোগোর ডিজাইনার মর্যাদাপূর্ণ হাজার। লোগোর পোড়োটির মধ্যে একটি প্রেডিয়েটে আছে অনেকগুলো কালার মিক্সিয়ে ছোপ ফেললে যেমনটা হয়। লাল রং আন্দোলন সংগ্রামের চিহ্ন আর কালো রং জোকের, মোনালি দিয়ে এককো লেখা হয়েছে উদযাপনের আমেজে আরও। বঙ্গোবদু প্রত্যেক বাঙালির কাছে আরেক বেজি আপন, আরেক বেজি নিজের তাই লোগোতে মর্যাদাপূর্ণ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

লোগোতে আছে জাতির পিতার বঙ্গোবদু শেখ মুজিবর বহমান এর ছবি যার ডানদিকে বাংলায় লেখা 'মুজিব ~~বর্ষ~~ স্মরণার্থে' এবং এর ডানদিকে আছে ইংরেজীতে ~~স্মরণার্থে~~ লেখা 'MUJIB 100'।

লোগো ব্যবহার নির্দেশিকা: মুদ্রিত বর্ষের লোগো যথোপযুক্ত
ভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে নিম্নরূপ শ্রীক নির্দেশনা ডারি করা
হয়েছে -

- ১। নির্ধারিত বং, বর্ষবিন্যাস ও আকৃতি ব্যতীত অন্য
কোনো উপায়ে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না।
- ২। সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্ব-স্ব
প্রতিষ্ঠানের লোগোর সঙ্গে মুদ্রিত বর্ষের লোগোটি ব্যবহার
করা যাবে।
- ৩। সরকারি মানিকানাধীন সকল পরিবহনের উপায়ুক্ত স্থানে,
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পোশাক বা মাড়মডুয়ায় লোগোর
নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্ধারিত ও আনুপাতিক হারে
মানকিকভাবে লোগোটি ব্যবহার করা যাবে।
- ৪। জাতীয় পার্চমস্তুক এবং সরকারি ভাষ্য বাতায়নে এই
লোগো ব্যবহার করা যাবে।
- ৫। প্রচার সামগ্রীতে (বিজ্ঞাপন, বোর্ডপ্যাড, ক্যালেন্ডার) এই
লোগো ব্যবহার করা যাবে।
- ৬। ব্যক্তিগত বা বেসরকারি বিনিয়ুক্ত প্রোডাক্ট-এ এই

লোগো ব্যবহার করা যাবে না ।

৭। সিগারেট, অ্যালকোহল, আত্মহত্যার বা অনুরূপ দ্রব্যাদিতে
এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না ।

৮। ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত এই লোগো ব্যবহার করা
যাবে ।

৯। প্রাণী দিবসের বিভিন্ন সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের
প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্টেটস্ট্রোকার্ড কার্ড এবং আমন্ত্রণ
পত্রে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে ।

কমিটি গঠন: ড্যাতির পিতা বজ্রাবন্ধু কোথ মুন্ডিবুর
বহমান এর ডুম্কাভাষিক উদযাপনের লক্ষ্যে ^{সরকার} গত ১৪ ফেব্রুয়ারি
২০২২ তারিখে 'ড্যাতির পিতা বজ্রাবন্ধু কোথ মুন্ডিবুর
বহমানের ডুম্কাভাষিক উদযাপন জাতীয় কমিটি' এবং
'ড্যাতির পিতা বজ্রাবন্ধু কোথ মুন্ডিবুর বহমানের
ডুম্কাভাষিক উদযাপন জাতীয় বাসুবায়া কমিটি' গঠন
করেছে। স্থানীয় প্রধানমন্ত্রী কোথ হারিনা জাতীয়
কমিটির সভাপতি। স্থানীয় সীকার, প্রধান বিচারপতি,
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রী,
সিআরপি, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সমাজের বিখির্জিত্র মিলিয়ে
১১২ জন এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত আছেন। জাতীয়
অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জাতীয় বাসুবায়া কমিটির
সভাপতি এবং এই কমিটির সদস্যসংখ্যা ৭৭ জন।

উপকমিটি গঠন: গৃহীত কর্মসূচিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে
বাসুবায়ায়নের লক্ষ্যে ০৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাসুবায়া
কমিটির প্রথম সভায় ৮ টি উপকমিটি গঠন করা হয়
হয়। এগুলো হল:-

ক) সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনা সভা আয়োজন
উপকমিটি

খ) আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী ও যোগাযোগ উপকমিটি

- গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আদর্শগত আয়োজন উপকমিটি
- ঘ) প্রকাশনা ও সাহিত্য অনুষ্ঠান উপকমিটি
- ঙ) আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা ও অনুবাদ উপকমিটি
- চ) মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি
- ছ) চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি
- জ) ক্রীড়া ও আনুষ্ঠানিক টুর্নামেন্ট আয়োজন উপকমিটি।

মুদ্রাববর্ষের কর্মপরিকল্পনা: উপকমিটিমূহ স্ব-স্ব সদস্যদের নিয়ে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

পারবর্তীতে উপকমিটিমূহের সুপারিশ ও বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর/মন্ত্রণালয় ও ~~এস~~ সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যেসব প্রস্তাব জাতীয় ও আনুষ্ঠানিকভাবে জাতির পিতার ত্রিষ্মশতবার্ষিক উদযাপনের নিরিখে তাত্ক্ষণিক ও গুরুত্ববহ, সে সব প্রস্তাবকে সমন্বিত করে একটি বিষয় ভিত্তিক দু'ডান্ডা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে প্রধান দুটি কমিটি। কর্মপরিকল্পনাটিতে আনুষ্ঠানিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে উদযাপনের জন্য পৃথকভাবে কর্মসূচী অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনাটিতে উপকমিটিমূহ ^{অনুষ্ঠিত} করা হয়েছে।

সহ ২৯৮ টিরও বেশি কর্মপরিকল্পনা ^{অনুষ্ঠিত} করা হয়েছে।

মুদ্রিবর্ষ ও ইটেনেস্কা : মুদ্রিবর্ষ পালনে সম্মতি
দিয়েছে ইটেনেস্কা। ~~এ~~ বৈশ্বিকভাবে ইটেনেস্কার ৩২৬টি
দেশে ১৭ বর্ষ পালিত হবে। ২০১২ সালে প্যারিসে
অনুষ্ঠিত ইটেনেস্কার ৪০ তম সাধারণ অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত
গ্রহীত হয়। বাঙালি জাতি হিসেবে এ এক অনন্য
গৌরব।

মুদ্রিবর্ষের গুরুত্ব : নেহেরু-জিন্নাহ দুজনেই পাশ্চাত্য
দেশে এসে পাশ্চাত্য ঈশ্বরায় ঈশ্বিত্ব হয়ে, ব্রিটিশ
সম্রাটের স্বাধীনতাকে দীর্ঘা নিয়ে দেশে ফিরে ধর্মের প্রতিষ্ঠা

ভারতকে ভাঙা করেছিলেন। কিন্তু জোয়া মুন্সিফ বিদেকারী কমিটি
লাভে না করেও দেয়ার মাটিতে বসে হয়ে উপমহাদেশে প্রথম
একটি অমামুদায়িক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি শুধু
বাংলাদেশের ইতিহাসে নয় সমগ্র ভারতের ইতিহাসে অরণীয়
হয়ে থাকার মত নেতা। এককালে বিষ্ণুর মানুষ গান্ধী ও
রবীন্দ্রনাথের নামে ভারতকে চিনত (এখনও চেনে)। এখন মুন্সিফ
বললেই আর বিষ্ণুর মানুষ চেনে স্বাধীন বাংলাদেশকে।
বাংলাদেশে মানেই মুন্সিফ। ~~কিন্তু~~ মুন্সিফ মানেই বাংলাদেশ।
আর এজন্যই মুন্সিফ বর্ষ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বঙ্গবন্ধু যখন ইয়াহিয়া'র ড়েলে
তখন মাপ্তাহিক টাইম ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুর ছবি কভারে
ছাপে তাকে নিয়ে কভার স্টোরি করেছিল। ইমরতি
ড্রালের আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। ব্রিটিশ
দের ড়েলের তাল্লা হেডে পালিয়েছেন। টাইম তার ছবি
ছাপেনি। বিশ্বের ক'জন মানুষই তাকে জানে ও চেনে?
আর আমাদের নেতা জেথ মুজিবের নাম জানে পৃথিবীর
মব লোক। শু এ বকম জাত মহুস ইতিহাস বর্তমান
ও নতুন প্রজন্মের কাছে পৌছে দেবার জন্যই মুজিব
বর্ষ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি বর্ষের উদ্‌যাপন অত্যন্ত
তাপস্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসিকতা, দৈবপ্রেম,
মানবিক মূল্যবোধ ও অসামান্য আত্মত্যাগ মুক্তি বর্ষের
মাধ্যমে বর্তমান ও নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যাবে।
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে যাবে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও
কর্মের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। এই উদ্‌যাপন আয়োজন
জাতির পিতার স্মৃতি ও অর মহিমাময় কর্মের প্রতি
শ্রদ্ধা বর্তমান ও নতুন প্রজন্মের হৃদয়ত, আস্থা
আর ভালবাসার অর্ঘ্য।

উপাসংহার: বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের নেতা নন,
তিনি বিশ্বের নেতা, বিশ্ববন্ধু। ২০২০-২১ সালটি
একান্তভাবেই মুক্তিযুদ্ধ। উপাসংহারে অলোকবর্ষের
পরে আর কোন বর্ষ নেই। যুদ্ধ হলো মুক্তিযুদ্ধ।
আমাদের গর্বের ও গৌরবের সীমা নেই।

যে কোন ফোকাস রাইটিং বা রচনার
প্রয়োজনে

SARUWARAUB@gmail.com

(টপিক জমা দেয়ার দুই দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন)

FREE